R N. No. 2532/57 Phone No. RGG. 112 Regd No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-৯৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

ক্রম্পটন গ্রীভস লিমিটেডের
ল্যাম্প, টিউব, ষ্টার্টার,
ফিটিংস এবং ফ্যান
ডীলার
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৯শ বর্ষ
২০শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১৯শে আশ্বিন, বুধবার, ১৩৮৯ সাল
৬ই অক্টোবর, ১৯৮২ সাল।
নগদ মূল্য : ২৫ পয়সা
বার্ষিক ১২৲, ষডাক ১৪৲

সুনন্দার মৃত্যু নিয়ে তদন্ত এস পিকে আদালতের নির্দ্দেশ

আদালত সংবাদদাতা : ফরাক্কা-ব্যারেজ উপনগরীর ৮নং ব্লকের ৩৬-ই কোয়ার্টারে গৃহবধূ সুনন্দা রায়ের অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যুর ঘটনা সম্পর্কে জঙ্গিপুর আদালত মুরশিদাবাদের পুলিশ সুপারকে তদন্তের নির্দ্দেশ দিয়েছেন। বৃহস্পতিবার সুনন্দার দাদা স্বপন ঘোষাল জঙ্গিপুরের এস. ডি. জে. এম শ্রীগোস্বামীর কাছে বোনের মৃত্যুর পুরো ঘটনা বিবৃত করলে আদালত শ্রীঘোষালের বয়ানকে এফ আই আর হিসেবে গ্রহণ করে ৩০২। ২০১। ৩৪ আই পি সি ধারায় মামলা রুজু করতে এস পিকে নির্দ্দেশ দিয়েছেন। সুনন্দাকে ৪ সেপ্টেম্বর ঐ কোয়ার্টারে অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় পেয়ে পড়শীরা তাকে প্রথমে ফরাক্কা ব্যারেজ হাসপাতালে এবং সেখান থেকে মালদা সদর হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানেই ভোর সাড়ে পাঁচটা নাগাদ সুনন্দার মৃত্যু হয়। অভিযোগকারী আদালতে 'জঙ্গিপুর সংবাদ'সহ কয়েকটি সংবাদ-পত্র দাখিল করেন। ঐ সব সংবাদ-পত্রে সুনন্দার মৃত্যু সম্পর্কে খবর প্রকাশ করা হয়েছিল।

'সুনন্দা আত্মহত্যা করেনি ওকে পুড়িয়ে মারা হয়েছে'

বিশেষ সংবাদদাতা : 'আমি আত্মহত্যার কোনো চেষ্টা করিনি। আপনারা আমাকে বাঁচান। পড়শীদের কাছে মৃত্যুপথযাত্রী অগ্নিদগ্ধা সুনন্দার এই ছিল শেষ আকুতি। বৃহস্পতিবার ফরাক্কা বাঁধ উপনগরীতে গৃহবধূ সুনন্দা রায়ের মৃত্যুর বর্ণনা দিতে গিয়ে ভাই স্বপন ঘোষাল জঙ্গিপুর আদালতকে একথা জানান। স্বপনবাবু জানান, ৪ সেপ্টেম্বর সুনন্দা, জয়শ্রী মুখার্জি, অন্নপূর্ণা মণ্ডল, অপর্ণা দাস প্রমুখের সঙ্গে সাড়ে পাঁচটায় 'স্বর্ণমহল' নামে একটি ছায়াছবি দেখতে যান। সেই সময় সুনন্দা সঙ্গীদের কাছে তাঁর জীবনাশংকার কথা প্রকাশ করেন। সঙ্গীদের অভয় পেয়ে সুনন্দা ঘরে ফিরে তাঁর স্বামীকে বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে মদ খেতে দেখেন। সুনন্দা তার প্রতিবাদ করলে তাকে মেরে ফেলার ভয় দেখানো হয়। পড়শীদের অনেকেই এই শাসানির কথা শুনতে পান। এর পর রাত সাড়ে ১০টা নাগাদ উৎকট গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে পড়শীদের মধ্যে কয়েকজন সুনন্দাদের কোয়ার্টারের দরজায় ধাক্কা দেন। দরজা খোলার পর তারা দেখেন সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় সুনন্দা বারান্দায় পড়ে রয়েছেন। তাঁর স্বামী রামকৃষ্ণ রায় তাঁদের জানান 'সুনন্দা আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেছে।' মৃত্যুপথযাত্রী সুনন্দা স্বামীর এ কথার প্রতিবাদ করেন। এবং পড়শীদের জানান—'আমি আত্মহত্যার কোনো চেষ্টা করিনি। আমার স্বামীর কথা মিথ্যে। এ কাজ আমার স্বামীরই। আপনারা আমাকে বাঁচান।'

পরদিন ঘটনার কথা শুনতে পেয়ে স্বপনবাবু মালদা ছুটে যান। এবং তার মৃত্যু সংবাদ শোনেন। সেদিনই ফরাক্কায় গিয়ে ভগ্নিপতির সঙ্গে দেখা করলে তার অস্বাভাবিক আচরণে স্বপনের খটকা লাগে। পরে পড়শীদের কাছে মৃত্যুর সব বিবরণ শোনেন। এবং ফরাক্কা থানায় ছুটে যান। থানা অফিসাররা তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দেন।'

স্বপনবাবুর বিবৃতিতে আরো বলা হয়েছে, সুনন্দার সঙ্গে রামকৃষ্ণ রায়ের বিয়ে খুব সুখদায়ক হয়নি। রামকৃষ্ণবাবু উচ্ছৃংখল, মদ্যপ এবং সমাজবিরোধী ব্যক্তি। সুনন্দার উপর সে প্রায়ই নিষ্ঠুর অত্যাচার চালাত। এমন কি খুন করার জন্য শাসানি দিত। স্বপনবাবু আরো বলেছেন, সুনন্দার মৃত্যুর চারদিন পর সমস্ত জিনিসপত্র নিয়ে ভগ্নিপতি সংশ্লিষ্ট কোয়ার্টার ছেড়ে অন্যত্র চলে গেছেন এবং প্রমাণ লোপ করার চেষ্টা করেছেন। স্বপনবাবুর দৃঢ় প্রত্যয়, 'সুনন্দাকে সুপরিকল্পিতভাবে স্পিরিট বা ঐ জাতীয় দাহ্য পদার্থ দিয়ে স্বামী রামকৃষ্ণ রায় পুড়িয়ে মেরেছেন।' তার অভিযোগ, 'প্রভাবশালী আত্মীয়স্বজনের সাহায্য নিয়ে ভগ্নিপতি এই কুতকর্ম থেকে রেহাই পেতে থানা-পুলিশের উপর প্রভাব বিস্তার করে চলেছেন।'

আর এস পির সমাবেশে সি পি এমের নিন্দা

নিজস্ব সংবাদদাতা, ফরাক্কা : বামফ্রন্টের ছোট শরিক আর এস পি বড় শরিক সি পি এমের কার্য্যকলাপের তীব্র সমালোচনা করেছেন। মানুষের প্রতি তাদের আহ্বান—'সি পি এমের লালঝাণ্ডা দেখে তাদের ফাঁদে পা দেবেন না। ওরা নিজেদের আখের গোছাতেই বেশী ব্যস্ত।' ফরাক্কায় এক বিরাট বিক্ষোভ সমাবেশে আর এস পির কতিপয় নেতা তাদের বক্তব্যে সি পি এমের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করেন। এই সমাবেশে বক্তাদের মধ্যে ছিলেন এম এল এ অমল রায়, রণরঞ্জন গোস্বামী, নেজামুদ্দিন মণ্ডল প্রমুখ। অবৈধ নিয়োগ বন্ধ, ন্যূনতম মজুরী, অধিগৃহীত জমির মালিক পরিবারের চাকরি' প্রভৃতির দাবীতে এন টি পি সি কর্তৃপক্ষের কাছে স্মারকলিপি পেশ করাই ছিল এই সমাবেশের উদ্দেশ্য। সংবাদদাতার মতে সাম্প্রতিককালে ফরাক্কায় এত বড় বিক্ষোভ সমাবেশ আর দেখা যায়নি।

আদালতে অশান্তি ৬ মোহরার বরখাস্ত

নিজস্ব সংবাদদাতা : এক এ্যাডভোকেটকে লাঞ্ছিত করার ঘটনা নিয়ে জঙ্গিপুর আদালতে বুধবার (আজ) বেশ উত্তেজনা দেখা দেয়। একদল মোহরার সকালে ঐ এ্যাডভোকেটের চেম্বারে ঢুকে তাকে মারধোর করে বলে অভিযোগ। এই অভিযোগের ভিত্তিতে বিকেলে বার এ্যাসোসিয়ে-

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মনিগ্রামে তাপবিদ্যুৎ

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘির মনিগ্রামে দু'হাজার মেগাওয়াট শক্তি-সম্পন্ন তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য রাজ্য সরকার একটি প্রকল্প রচনা করেছেন। ঐ প্রকল্প কেন্দ্রের কাছে পাঠানো হয়েছে। সম্প্রতি রাজ্য বিদ্যুৎ মন্ত্রী শংকর গুপ্ত বিধান সভায় একথা জানিয়েছেন।

লাঞ্ছিত অধ্যাপক ফের ছুটিতে

নিজস্ব সংবাদদাতা : ক্লাস ফাঁকি নিয়ে বিরোধকে কেন্দ্র করে একদল অধ্যাপকের হাতে লাঞ্ছিত বাণিজ্য বিভাগের প্রধান জয়কৃষ্ণ শুকুল ১৫ দিন ছুটিতে থাকার পর মঙ্গলবার কলেজে কাজে যোগ দিয়ে ফের ছুটি নিয়েছেন। এর ফলে বাণিজ্য বিভাগ পুরোপুরি অচল হয়ে পড়েছে। ঐ বিভাগে বর্তমানে একজন অধ্যাপক রয়েছেন। অন্য

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সি পি এমে কড়া হাতে ঝাড়াই-বাছাই হবে

রাজনৈতিক সংবাদদাতা : ক্ষমতাসীন সি পি আই এম দল মুরশিদাবাদ জেলায় পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে দলকে মজবুত করতে ব্যাপক ঝাড়াই-বাছাই-এ নামবেন। এর ফলে বেশ কিছু পঞ্চায়েত সদস্য ও পার্টি কর্মীকে হয় দল থেকে বহিষ্কার করা হবে নতুবা তাদের ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হবে। বহরমপুরে দলের গোপন সূত্র থেকে এ খবর জানা গেছে। ঐ সূত্র থেকে জানা গেছে, গত ৪ বছরে গোটা জেলায় সি পি এম থেকে প্রায় দু'শো কর্মীকে বের করে দেওয়া হয়েছে। এদের বিরুদ্ধে দলীয় শৃংখলা ভঙ্গ ও দুর্নীতির অভিযোগ ছিল। বহিষ্কৃত সদস্যদের মধ্যে বেশ কয়েকজন পঞ্চায়েত প্রধানও রয়েছেন। জানা গেছে,

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৯শে আশ্বিন বুধবার, ১৩৮৯ সাল

প্রতিমা পূজা

প্রতিমা পূজা আমাদের দেশে অনাদিকাল হইতে প্রচলিত। বহু উচ্চ স্তরের সাধক, শাস্ত্রজ্ঞ-পণ্ডিত সদাচার-পরায়ণ ব্রাহ্মণ এবং ধর্ম্মে আস্থাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ—কেহই প্রতিমা-পূজার কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে দ্বিমত নহেন। প্রতিমা-পূজক যাঁহারা তাঁহারা সাকার উপাসক ইহা বলা বাহুল্যমাত্র। আমাদের দেশের বেদত্যাগী নাস্তিক ধার্ম্মিকগণ কিন্তু প্রতিমা পূজার ঘোর বিরোধী। তাঁহারা প্রতিমা-পূজক বা মূর্ত্তিপূজকদিগকে পৌত্তলিক বা পুতুলপূজক বলিয়া উপহাস করিতে দ্বিধাবোধ করেন না। 'প্রাচীনকাল হইতে সমাজে প্রতিমাপূজার প্রথা প্রচলিত হইয়া আসিতেছে'—ঈদৃশ পাণ্ডিত্যব্যঞ্জক কথা ব্যবহার করিয়া সনাতনধর্ম্মে অনুরক্ত জনগণের প্রতি কৃপা-কটাক্ষপাত করতঃ তাঁহারা গৌরব অনুভব করেন। সাকার-উপাসনা মিথ্যা উপাসনা নিষ্ফল-উপাসনা—ইহা সু-উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করিতে তাঁহাদের বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ হয় না। একখানি ইংরেজী কাগজে পড়িয়াছিলাম—পৃথিবীতে উন্মাদের সংখ্যা যেরূপ বাড়িয়া যাইতেছে তাহাতে অনুন্মাদকগণ বেদখল হইলেন বলিয়া—বিশেষতঃ এই গণতন্ত্রের যুগে। বিজ্ঞপ্রাজ্ঞগণ শাস্ত্রের কোন ধার ধারেন না, কাজেই শাস্ত্রোক্ত পূজাতত্ত্ব তাঁহাদের মতে কল্পনাবিলাস ব্যতীত আর কিছুই নহে। যাঁহারা ইহাদেরই সহযোগী কিন্তু শাস্ত্র মানেন বলিয়া যাঁহাদের অভিমান আছে তাঁহারা বলিয়া থাকেন সাকার পূজা বা প্রতিমা-পূজা একেবারেই যে নিরর্থক তাহা নহে, ইহা মনকে স্থির করিবার উপায়মাত্র—ঈদৃশ পূজা নিম্নাধিকারীর পক্ষেই বিহিত, উচ্চমার্গের সাধকগণের পক্ষে নহে। শ্রীমদ্ভাগবতে ঠিক ইহার বিপরীত কথাই কিন্তু দেখিতে পাই। ব্যাসদেবের মতে—সর্ব্বভূতগুহাশায়ী পরমেশ্বরকে মানুষ দেখিতে পাই না বলিয়া তাহারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করে, অথচ শ্রীহরি সকল মানুষের মধ্যেই অন্তর্যামিরূপে বর্ত্তমান আছেন বলিয়া সকলেই সকলকে যথোচিত সম্মান সমাদরাদি করিবে—ইহাই ভগবত বিধান। কিন্তু সংসারে আমরা কি দেখিতে পাই? মানুষ পশুপক্ষী বৃক্ষলতাগুল্ম প্রভৃতিতে ভগবৎসত্তা উপলব্ধি করিবার শিক্ষা ও শক্তি আমাদের নাই, হিংসা দ্বেষ বিদ্বেষে এই সংসার পরিপূর্ণ, মানুষ ও মানুষের মধ্যে ব্যবহার যে অতি কদর্য্য তাহা প্রত্যক্ষ দৃশ্য; কেবল তাহাই নহে—পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনদিগকেও অবজ্ঞা করিতে আমাদের কোন দ্বিধা উপস্থিত হয় না। এই জন্যই ত্রেতাদিযুগের জ্ঞানিগণ শ্রীভগবানের পূজার নিমিত্ত প্রতিমা পূজার ব্যবস্থা করিয়াছেন—"যত্র জীবস্তত্র শিবঃ"—ভগবদ্বিগ্রহে অন্ততঃ ভগবদ্বুদ্ধি হইবে, এই সম্ভাবনা করিয়া ভগবৎকল্পিত ভগবানেরই নানাবিধ মূর্ত্তি ভগবদ্বিগ্রহ। সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা—এই বাক্যে 'ব্রহ্মণঃ' পদে ষষ্ঠী কর্ত্তায়। তাৎপর্য এই যে স্বয়ং ভগবানই সাধকবর্গের পারলৌকিক হিতের নিমিত্ত তাঁহার নানাবিধ মূর্ত্তি (মহাদেব, কালী, দুর্গা, শ্রীহরি, প্রভৃতি) জগতে প্রকটিত করিয়াছেন।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

বিপন্ন মিঠিপুর

পদ্মার জল কমার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপক হারে মিঠিপুর অঞ্চলের অধীন 'বোলতলা' নামে গ্রামটি আবার ভয়াবহ ভাঙ্গনের কবলে পড়েছে। দিনরাত অবিরাম একই হারে ভাঙ্গন চলছে। গ্রামের মানুষজন এই অবস্থায় দিশাহারা এবং বড়ই অসহায় হয়ে পড়েছে। ভিটেমাটি হারিয়ে বিধ্বংসী পদ্মার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য অনেকে চোখের জল ফেলে অন্যত্র বিদায় নিচ্ছেন। জন্মভূমির শেষ চিহ্নটুকু পদ্মার জলে ভাসছে। এইভাবে ভাঙ্গন অব্যাহত থাকলে গ্রামটি প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এছাড়া অঞ্চলের অন্যান্য গ্রামগুলিও এর থেকে রক্ষা পাবে না। বালির স্তর এলে ভাঙ্গন যে কোন্ স্তরে এসে পড়বে, তা ভাবাই যায় না। এমতাবস্থায় সরকারের পক্ষ থেকে কোন রকম 'ভাঙ্গন বাবদ' ত্রিপল ও প্রয়োজনীয় সাহায্য গ্রামবাসীরা পায় নি। সরকারের এই উদাসীনতা সত্যই গ্রামবাসীদের অবাক করেছে। এছাড়া ভাঙ্গন রোধের কোন লক্ষণও আজ পর্যন্ত প্রকাশ পাচ্ছে না।

নুরুল ইসলাম
বোলতলা (মিঠিপুর)

॥ ভিন্ন চোখে ॥

পূজা এগিয়ে এল। বাঙালির প্রিয় উৎসব। মাকে এবার কষ্ট করে দু'বার আসতে হবে। এর মধ্যে একবার কৈলাস থেকে এসে দিন কয়েক কাটিয়ে গেছেন। ভক্তদের শিবির দুটো হলেও তাঁর কাছে সকলেই সমান। তাই কষ্ট হলেও তাঁকে দু'বার আসতে হবে।

মা আসছেন। চারিদিকে তাই সাড়া। তবে দেশে এবার নিরানন্দ। আকালের বৎসর। কোন কোন অঞ্চলে বন্যার ক্ষয়ক্ষতির চিহ্ন। সাড়া দেশ খরায় জ্বলছে। মাঠের ধান হলুদ বিবর্ণ। কামলা রোগীর মত। চোখে দেখা যায় না। গ্রামের চিত্র ভয়াবহ। ঘরে খাবার নাই। সবাই নির্ভর করেছিল মাঠের ফসলের উপর। ধার-দেনা করে স্ত্রীর গয়না বা হাঁসুলী বন্ধক দিয়েও অনেকে আবাদ করেছিল। ধার শোধ হবে না এ বৎসর। সুদের অঙ্ক স্ফীত হবে। ছোট ছেলে-মেয়েরা বাবা-মায়ের সুখ দুঃখ অতটা বোঝে না। তারা চায় পূজায় নোতুন জামা-প্যাণ্ট। আনন্দ তাদেরই বেশী। বাবা মায়ের আনন্দ তাদের ঘিরে। এ বৎসর বাবা মায়ের ইচ্ছে থাকলেও ধার করে নোতুন জামা কাপড় কেনার সাহস নাই। ধারটা শোধ করবে কিভাবে? খুবই করুণ ছবি। শহরে এর বিপরীত চিত্র। কাপড়ের দোকানে ভীড়। সুবেশা মহিলারা স্বামীদের সাক্ষীগোপাল করে শাড়ি পছন্দ করছেন। সামনে টাঙ্গাইল, জর্জেট, সিন্থেটিকস্, সিল্কের স্তূপ। সঙ্গে তাঁদের ছেলে মেয়ে। চোখে তাদের একরাশ আনন্দ।

শারদ রাতের বুকে শিউলি ফুলের মালা ঠিকই দুলবে। টুপ্‌টুপ্ করে ঝরছে এখন শিউলি ফুল। বাতাসে তার সুঘ্রাণ। পূজার বাজনা ঠিক সময়েই বাজবে। তবে আনন্দ সর্বত্র পৌঁছাবে না। গাঁয়ে-গঞ্জের রাস্তায় একদল অভুক্ত উলঙ্গ যীশু। অন্যের আনন্দ পূজার সাজ দেখে বেড়াবে। তাদের মা-বাবার চোখ থেকে ঝরছে বেদনাশ্রু। তার মধ্যে পথ করে নিয়ে মা আসছেন।

মণি সেন

RAT-ion

দুর্মুখ

দাদাঠাকুর আমাদের জীবনের শন্‌শন গতির মধ্যে বার্থ রেজিষ্ট্রেশন্ থেকে শ্মশানে হুতাসন পর্য্যন্ত বহু শন্ চিন্তা করেছিলেন, কিন্তু তাঁর চিন্তাধারা থেকে আমাদের জীবনের একটি বিশেষ শন্ বাদ পড়ে গিয়েছিল। সেটি হল রে-শন। এই রেশনের রে-র স্পর্শে আমাদের সমাজ জীবনের বুকের ক্ষতের চিত্রটি ফুটে উঠছে ক্রমে ক্রমে। আমরা মানুষ হিসাবে কতটা পচে গলে স্বার্থপরতার দুষ্ট ক্ষতে ক্ষয় হতে চলেছি তার নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে এই রেশন পদ্ধতিতে। জনহিতকামী সরকার রেশন চালু করেছিলেন আমাদের অনশনকে রোধ করে অন্ততঃপক্ষে অর্দ্ধাশনে রাখতে। সাধারণের উপবাসে মৃত্যু রুখতে। কিন্তু আমলাতন্ত্রের ম্যাজিক কৌশলে উপবাস রোধ হলেও মৃত্যুর গ্রাস রোধ করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। সরকার লেভি করে মজুত লেভির ভাণ্ডার থেকে চাল নিয়ে রাখছেন রেশনের গুদামে। কিন্তু গুদামের গুপ্ত পথ তা বাজারে বের হয়ে সেই পথেই প্রবেশ করছে মানুষের এমন কি পশুরও অখাদ্য চাল ঐ গুদামেই। কম দামের মাল যা রেশন ডিলার মারফৎ পাওয়া যাচ্ছে তাতে মানুষের প্রাণের দাম কমে আসছে। রেশন ডিলারকে মানুষ

(পরের পাতায়)

ধর্ষণ নিয়ে তদন্ত চলছে

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত মাসে নিমতিতা ষ্টেশনে আপ গয়া প্যাসেনজার ট্রেনে এক বিবাহিতা মহিলাকে রেলওয়ে পুলিশের জনকয় কনষ্টেবলের দলবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনা নিয়ে তদন্ত চলছে। আর পি এ'ফের পাকুড় বিভাগের ইনস্-পেকটর এ ব্যাপারে তদন্ত কর-ছেন। অভিযোগ, ফরাক্কার কাছে জিগরী গ্রামের ঐ মহিলা তার স্বামীর সঙ্গে ঐ ট্রেনে বাড়ি ফির-ছিলেন। তখনই কাকভোরে জোর করে রেল পুলিশের ৪ কনষ্টেবল কামরায় ঢুকে জোর করে যাত্রীদের নামিয়ে দিয়ে মহিলাটিকে ধর্ষণ করে।

মৃত্যু : এনকেফেলাইটিসে

নিজস্ব সংবাদদাতা : সম্প্রতি পঞ্চহর গ্রামে এনকেফেলাইটিস রোগে আক্রান্ত হয়ে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। মৃত যুবকটি বহ-রমপুর আর কে এন কলেজের ছাত্র ছিল।

মৃত্যু : ম্যালেরিয়ায়

বালিয়া : সম্প্রতি সাগরদীঘির বংশীয়া-ডাঙ্গাপাড়া গ্রামে ম্যালে-রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে শশাঙ্ক মণ্ডল নামে এক ব্যক্তি মারা গেছেন। ঐ এলাকার কোথাও কোথাও বর্তমানে ম্যালেরিয়া দেখা দেও-য়ায় গ্রামবাসীদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে।

হাজার হাজার বছর ধরে প্রাণময়

বাংলার তাঁতের কাপড় এবং হস্তশিল্পজাত সামগ্রীর ঐতিহ্য সুপ্রাচীন। হাজার হাজার বছর ধরে প্রাণময় এ সবের আকর্ষণ বাংলার ঘরে ঘরে। এগুলির সৌন্দর্য, বৈচিত্র্য, বর্ণসুষমা, শিল্প-সৌকর্য অনন্য। শুধু ঐতিহ্য নয়, তার সঙ্গে আধুনিকতারও সুচারু সমন্বয় ঘটেছে বাংলার তাঁত বস্ত্রে এবং হস্তশিল্পজাত সামগ্রীতে। এরা তাই বহু পুরাতন হয়েও চিরনবীন। রাজনৈতিক পালাবদলে, অর্থনৈতিক সংকটে রুচিবদলের ধাক্কায় কতবার মনে হয়েছে বাংলার এই নিজস্ব সম্পদ বুঝি বিপন্ন। কিন্তু আপন প্রাণময়তায়, সাধনায়, শিল্পবোধে ও স্নিগ্ধ রুচির জোরে এগুলি ফিরে এসেছে এবং প্রতিবারই ফিরে এসেছে আরো উজ্জ্বল হয়ে।
সেই উজ্জ্বলতায় অবগাহন করুন।

আমাদের গর্ব বাংলার তাঁতের কাপড় কিনুন
বাংলার হস্তশিল্পজাত সামগ্রীতে ঘর সাজান।

আজই চলে আসুন—
তাঁতবস্ত্রের জন্য **তন্তুজ** অথবা **তন্তুশ্রীতে**
হস্তশিল্পজাত সামগ্রী ও তাঁতবস্ত্রের জন্য—
মঞ্জুষা এবং **গ্রামীণ** শিল্প বিপণিগুলিতে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, মুর্শিদাবাদ।

RAT-ion

(২য় পাতার পর)

বলতে বাধ্য হচ্ছে লাইসেন্স কিলার। অর্থাৎ যমরাজের পাট্টা নিয়ে তারা বসে আছে। ঐ চালে কলেরা না হলেও নিদেনপক্ষে গ্যাসোষ্ট্রোএনটাইটিস্ অবশ্য-ম্ভাবী। সরকার ঐ ছিদ্রপথ চিন্তাও করতে পারেন না। ধরা তো দূরের কথা। রেশনের ইংরেজী বর্ণের প্রথম শব্দ Rat। ঐ ধেরে ইঁদুরের কীর্তিকলাপ বন্ধ করা মোটেই সম্ভব নয়। গুদাম ইংরেজী Godown। যে এই আদেশ পালন করতে সব সময়েই সচেষ্ট। তাই নিচু পথে চলাচলি গুদামে খুব বেশী। গোপন পথের সন্ধান পাওয়া গেলেও বন্ধ করা কঠিন। কেননা যারা রক্ষাকর্ত্তা তারাও মানসিক দিক দিয়ে সর্ব্বদা Going down। টেবিলের তলা দিয়ে লেন-দেনে অভ্যস্ত। তার উপর যদিবা এদিক ওদিক দিয়ে ভুল-বশতঃ ভাল চাল কিছু বাইরে আসে, তাও ডলারদের কার-সাজিতে শন্‌শন্ করে চড়া দামে পাচার হয়ে পচা আতপের আচার হয়ে ডিলারের বস্তায় ফিরে এসে গ্রহকের সাজিতে গন্ধ ছড়ায়। রেশনের চাল রান্নার সময় সারা গ্রামে গন্ধে নিজেকে জাহির করতে সুরু করে। আশে পাশের মানুষজন সরকারের চালে সরকারী গন্ধে আমোদিত হয়ে বোঝে সরকারের দয়া কত? কমদামের দাম কতখানি। রেশন অনশন মেটাতে কত ব্যস্ত। সেই গন্ধ ছড়ানোর সাথে সাথে যম-রাজও সন্ত্রস্ত হয়ে চেলা দিকে বলেন—বি রেডি। কবি গেয়ে উঠেন মহানন্দে—হায়রে রেশনের চাল—/দেখ প্রস্তুত মহাকাল॥ মন্ত্রী ফরমান দিলেন খারাপ চাল পেলে নিয়ে আসুন কনট্রো-লারের কাছে, দেখান। দেখুন তিনি কি করেন? ওহো ভাগ্য। তিনি কনট্রোলার। খাদ্য বিভাগের নিয়ামক। তার অধীনে আছেন ডজন খানেক পরিদর্শক। তাঁরা কি দর্শন করেন? হায়রে, তাঁরা হলেন দেবচক্ষু। যা দেখেন ভাল দেখেন। খারাপ দেখতে পান না। পাবেনই বা কি করে। তাঁদের চক্ষে দেওয়া আছে ঔষধি প্রলেপ। তাই যতই বিলাপ করি না কেন কোন ফলই হতে পারে না। তার উপর অনেকে আবার বিরক্ত হয়ে বলেন—পছন্দ না হলে না নিলেই হয়। বাজারে কিনে খেলেই হয়। আর সাধারণ গৃহস্থ বলেন—ভিক্ষার চাল আবার কাঁড়া আর আকাঁড়া? হায়রে রেশনের চাল। তোমার কি হাল। ভিখারীও বলে—মা রেশনের চাল দিওনা, তার চেয়ে ভিক্ষা দিও না, ওষুধ কিনবার পয়সা কোথায় পাবো। সদাশয় সরকার কিন্তু বদ্ধ পরিকর। দয়া করতেই হবে। অনশনে যেন একটি মৃত্যুও না হয়। রোগে মরুক ক্ষতি নেই, না খেয়ে যেন কেউ না মরে।

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

পানে ও আপ্যায়নে
চা ঘরের চা
রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ
ফোন—৩২

ফোন নং : ২৬২
চৌধুরী ভাই
৩০, কৃষ্ণনাথ রোড, বহরমপুর
॥ চার্চের মোড় ॥
গুড ইয়ার কোং নির্মিত সেরা বেলটিং এবং পাম্পসেট্
ও বড় ইঞ্জিনের পার্টস পাওয়া যায়।
চৌধুরী হাইওয়ে সার্ভিস, বহরমপুরের সহযোগী প্রতিষ্ঠান।

দাস অটো ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কস
উমরপুর (৩৪নং জাতীয় সড়ক) মুর্শিদাবাদ
প্রোঃ মদনমোহন দাস
এখানে গাড়ীর যাবতীয় ইলেকট্রিকের কাজ করা হয়।
এবং গ্যারান্টিসহকারে ব্যাটারী নির্মাণের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

ভয়াবহ খরায় জমির ধান পুড়ছে

নিজস্ব সংবাদদাতা, সা গ র দী ঘি : সাগরদীঘি ব্লকের উত্তর অঞ্চলের সাগরদীঘি, মনিগ্রাম, বালিয়া, মোড়গ্রাম, বন্তেশ্বর, বোথারা ১নং গ্রাম পঞ্চায়েত সমূহে প্রাকৃতিক নিয়মে এবং সেচের জলে আমন ধানের চাষ হয়েছিল। ধানগাছগুলির বেশ বাড়ও ছিল। কিন্তু ভাদ্র আশ্বিন দীর্ঘ দু'মাস অত্যধিক রৌদ্রতাপ এবং খরা প্রবাহের ফলে সব জমি শুকিয়ে ধানগাছগুলি খর হয়ে যাচ্ছে। ক্যানেল এলাকায় কর্তৃপক্ষ জল ছাড়ছেন না। বালিয়া ও মনিগ্রাম এলাকায় কিছু জমিতে লোকে পুকুর থেকে জলসেচ করে এতদিন ধানগাছগুলি বাঁচালেন। কিন্তু বর্তমানে প্রায় পুকুরেই জল নাই। তাই জমির ধান বুকে থোড় নিয়ে শুকিয়ে যাচ্ছে। সরকারী কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে কোন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেননি। গরীব চাষীরা নিঃশেষে মারা গেল। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, জেলার এগ্রিকালচার মেকানিকাল শাখা উপলাই বিল অথবা বড় পুকুর থেকে জলসেচ করে জমিগুলিকে বাঁচানর চেষ্টা করলে এভাবে ধানগাছ শুকিয়ে যেত না।

ফের ছুটিতে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

একজন অধ্যাপক সম্প্রতি কলেজের চাকরি ছেড়ে অন্যত্র কাজে যোগ দিয়েছেন। এদিকে আমাদের প্রতিনিধি সম্প্রতি কলেজের অবস্থা সরজমিনে ঘুরে এসে জানিয়েছেন, সেখানে অধ্যাপকদের ক্লাস ফাঁকির ঘটনা কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। এ সম্পর্কে সংবাদ-পত্রে লেখালেখির পর শহর জুড়ে প্রচণ্ড সমালোচনা ওঠায় অধ্যাপকদের মধ্যেও প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এ নিয়ে কলেজের টিচার্স কাউন্সিলের সভাতেও আলোচনা হয়। শ্রীগুরুকুলকে ব্যাপকভাবে ক্লাস ফাঁকির অভিযোগেই লাঞ্ছিত করা হয় গত ৮ সেপ্টেম্বর।

সি পি এমে ঝাড়াই-বাছাই

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রার্থী বাছাই-এর ব্যাপারে দল বেশ কড়া মনোভাব নেবেন। যাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আছে তাদেরকে এবারে আর মনোনয়ন না দেওয়ার জন্য রাজ্য কমিটি জেলার নেতাদের নির্দেশ দিয়েছেন। জঙ্গিপুর মহকুমার সি পি এমের প্রায় ৭ জন পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে অনুরূপ অভিযোগ নিয়ে দলে চিন্তা ভাবনা চলছে।

গান্ধী জয়ন্তী

ধুলিয়ান : ২ অক্টোবর ধুলিয়ানে যথাযোগ্য মর্য্যাদায় মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিনটি পালিত হয়। টাউন ক্লাবে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা সাহিত্যিক এম, এ, সামাদ গান্ধীজীর জীবনাদর্শ ব্যাখ্যা করে তা অনুসরণের জন্য সকলকে আহ্বান জানান। ধুলিয়ান লায়নস্ ক্লাবের সভ্যরা এদিনের কর্মসূচী হিসেবে স্থানীয় রেল ষ্টেশনটি সাফাই করেন।

সিমেন্ট আটক

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর শহরের এক ব্যবসায়ীর গুদামে হানা দিয়ে পুলিশ দু'শ বস্তা সিমেন্ট আটক করেছে। পুলিশের সন্দেহ ঐ সিমেন্ট বেআইনীভাবে মজুত করা হয়েছিল।

ধুলিয়ানে শিক্ষক প্রশিক্ষণ

নিজস্ব সংবাদদাতা : ৩০ সেপ্টেম্বর স্থানীয় ঘোড়ামারায় বায়ফ্রট শিক্ষা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করতে প্রাথমিক শিক্ষকদের এক প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। স্কুল বোর্ডের সভাপতি অরুণ ভট্টাচার্য্য, ডি আই জগদীশ সাহা প্রমুখ ঐ শিবিরে ভাষণ দেন।

৬ মোহরার বরখাস্ত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

শনের এক জরুরী সভায় সোহরাব সেখসহ ৬ জন মোহরারকে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বরখাস্তে অসম্মত হলে সংশ্লিষ্ট এ্যাডভোকেটের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও এ্যাসোসিয়েশন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

নিলাম নোটীশ

এতদ্দ্বারা মুরলীপুকুর পারুলিয়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির সমস্ত সভ্যগণ ও সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, অত্র সমিতির ৪+৪=৮টি উষা পাম্পসেট যে যে অবস্থায় আছে, আগামী ১৯-১০-৮২ তারিখ মঙ্গলবার বেলা ১১টা হইতে ঐ দিন ২টা পর্য্যন্ত পৃথক পৃথকভাবে প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় করা হইবে। পাম্পসেটগুলি প্রতিদিন সকাল ১০টা পর্য্যন্ত যে কেহ স্বচক্ষে দেখিতে পারিবেন।

বিনীত—
শ্রীদশরথকুমার দাস
সম্পাদক
মুরলীপুকুর পারুলিয়া
এস, কে, ইউ, এস লিমিটেড
৩-১০-৮২

একটি সুসংবাদ

স্থানীয় জনসাধারণের প্রয়োজন ও পছন্দমত রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাটে এই প্রথম একটি "ষ্টীল" ফার্ণিচারের দোকান খোলা হইয়াছে।

এখানে বিশিষ্ট কোম্পানীর ষ্টীল আলমারী সোফাকাম বেড, ফোল্ডিং খাট, চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি ন্যায্য দামে পাবেন।

সেনগুপ্ত ফার্ণিচার হাউস

রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

মুর্শিদাবাদ

সকলের প্রিয় এবং বাজারের সেরা

ভারত বেকারীর শ্লাইজ ব্রেড

মিয়াপুর * ঘোড়শালা * মুর্শিদাবাদ

সুরবল্লী কষায়

রক্ত পরিষ্কারক ও

বলবর্ধক

সি. কে. সেন এণ্ড কোং লিঃ

কলিকাতা

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।